দৈনিক খবর

তারিখ 2 8 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

আর কত সন্ত্রাস?

বন্ধ ঘোষণার তালিকায় আরো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত হলো। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম রংপুর মেডিকেল কলেজ। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের অব্যাহত গোলাগুলী ও সন্ত্রাসে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (না-শ)-এর ১ জন নেতা নিহত ও অপর ৫ জন গুলীবিদ্ধ হবার পর গত বৃহস্পতিবার থেকে রংপুর মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে ডাঃ পিনু ছাত্রাবাসের একটি কক্ষে সাংগঠনিক আলোচনা শেষে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা বাড়ী যাবার জন্যে নিচে এলে ছাত্রদলের কয়েকজন বিনা উস্কানিতেই তাদের ওপর গুলী ছোঁড়ে। অস্ত্রধারীদের একাংশ ছাত্রলীগের এক নেতাকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে এবং অপর অংশ ছাত্রলীগের অন্য নেতাদের পিছু ধাওয়া করে। এমতাবস্থায় ছাত্রলীগের ভীতসন্ত্রস্ত নেতারা ৪ তলার একটি কক্ষে আশ্রয় নেয়। অস্ত্রধারীরা গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাদের পিছু নিয়ে ৪ তলায় উপরোক্ত কক্ষের সামনে পৌছে বেশ কয়েকটি বোমা ফাটিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। একপর্যায়ে তারা জানালার কাঁচ ভেঙ্গে গুলী ছুঁড়তে থাকে। অস্ত্রধারীদের মুহুর্মুহুঃ গুলীতে মাথায় ও বুকে গুলীবিদ্ধ হয়ে হাবিবুজ্জামান নামের এক ছাত্র নেতা মারা যায় এবং তার অপর কয়েকজন সঙ্গী গুলীবিদ্ধ অবস্থায় চিৎকার করতে থাকে। সর্বশেষ প্রাপ্ত খবর অনুসারে অস্ত্রধারীদের হাতে অপহৃত ছাত্রনেতা মুকুলের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে যে, অস্ত্রধারীরা মুকুলকে হত্যা করে তার লাশ গুম করেছে। রংপুর মেডিকেল কলেজে এই ঘর্বরোচিত হত্যাকান্ড ও সন্ত্রাসী ঘটনাকে কেন্দ্র করে সর্বস্তরে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের মাঝে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে রিপোর্ট সূত্রে জানা যায়। পুলিশ বিভিন্ন অস্ত্রসহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে বলেও জানা গেছে।

রংপুর মেডিকেল কলেজে যে নারকীয় যজ্ঞ সংঘটিত হলো তার নিন্দা প্রকাশের ভাষা আমাদের জানা নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্যে সর্বমহলের পক্ষ থেকে বার বার দাবী জানানো সত্ত্বেও পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি না হয়ে বরং দিনকে দিন তা আরো অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমরা বহুবার সরকারসহ সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্যে উদাত্ত আহবান জানিয়েছি। আমরা বলেছি, আপনারা সবাই মিলে সংগ্রাম করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হতে পেরেছেন, এবার সকলে মিলে চেষ্টা করলে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে পারবেন না কেন। অবশ্যই পারবেন। যদি আপনাদের মাঝে সেই সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতা থাকে। আপনারা যদি সহনশীল হন এবং নিজ নিজ সংগঠনের অনুসারী ছাত্রদের সহনশীল হতে দীক্ষা দেন- তাহলে শিক্ষাঙ্গনে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টির কোন কারণ আমরা দেখি না। রাজনীতি দেশ ও দশের অকল্যাণ বা কারো ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে নয়। রাজনীতি মানুষের মনকে উদার করে, দেশ ও দশের কল্যাণ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। আর তাই রাজনীতি কোন ঘৃণার বিষয় নয়। কিন্তু তবু আমরা স্বীকার না করে পারছি না যে, এই রাজনীতির কারণেই ছাত্রদের মাঝে দলাদলি এবং সংঘাতের মাত্রা আজ সীমানা অতিক্রম করে চলেছে। আর এইসব সংঘাত যে সব সময় রাজনৈতিক মতাদর্শকে কেন্দ্র করে হচ্ছে তাও নয়। সামান্য সীট দখলের ব্যাপার নিয়েও দলাদলি এমনকি খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়। আমরা গণতন্ত্র চাই, গণতন্ত্রের জন্যে বুকের রক্ত ঢেলে দেই; কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বীদের একদম বরদাশ্‌ত করতে পারি না। তাই বিপক্ষের মানুষকে সব সময় জব্দ করার কৌশল খুঁজে বেড়াই। সেই কৌশলটা যদি হয় রাজনৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক তাহলে কিছু বলার থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা না হয়ে কৌশলটা প্রকাশ পায় পেশীশক্তির মূর্তিতে। আর তা পায় বলেই কারণে-অকারণে যখন-তখন ছাত্ররা একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। রক্তারক্তি এবং খুনোখুনির ঘটনা ঘটছে অহরহ। আমাদের উচিত ছিলো স্বাধীনতার প্রারম্ভেই সকল দল মিলে সন্ত্রাসের চারা গাছটিকে সমূলে উপড়ে ফেলা। আমরা তা পারিনি। বরং সকলেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসের ডিমে তা দিয়ে গেছি অনবরত। আর এভাবে তা দিতে দিতে আজ এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, দেশের প্রায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আজ আর সন্ত্রাসমুক্ত নয়। আমরা আশা করেছিলাম, এত বড় এক গণঅভ্যুত্থানের পর যে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সরকার শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখতে সফল পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার ইতিমধ্যেই চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কারণ, সন্ত্রাসের জন্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজসহ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে গত ৬ মাস সময়কালের মধ্যেই। ইতিপূর্বে কোন সরকারের আমলেই যা ঘটেনি। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়েছে অনেক আগেই। অবশেষে বন্ধের তালিকায় রংপুর মেডিকেল কলেজের নামও যুক্ত হলো।

না, আমরা এমন কথা বলছি না যে, বন্ধ হয়ে যাওয়া সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারই সন্ত্রাস চালিয়ে এমন নাজুক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কোন সরকারই সম্ভবতঃ তা করে না। তবে এটা ঠিক সরকারের প্রশ্রয় ছাড়া শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের তৎপরতা এত বৃদ্ধি পেতে পারে না। প্রায় প্রতিটি সন্ত্রাসী ঘটনার জন্যে ছাত্রদলকে দায়ী করে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে চাই না। শুধু সরকারী দলের কাছে আমাদের এটাই প্রশ্নঃ অভিযোগটি কি মিথ্যা বা ভিত্তিহীন? যদি ভিত্তিহীন হয় তাহলে আমাদের বলার কিছু নেই। আর যদি সঠিক হয় তাহলে বলবো- আপনারা কি আন্তরিকভাবেই চান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সন্ত্রাস দূর হোক? অন্ততঃ কার্যক্ষেত্রে তো তার কোন প্রমাণ আমরা দেখি না। মুখে বলবো সন্ত্রাস নির্মূলের কথা, আর কার্যক্ষেত্রে দেখাবো তার উল্টো- এমন ধারায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব নয়। 'মুখে শেখ ফরিদ আর বগলে ইট' এমন নীতি অনুসরণ করে চললে সন্ত্রাস দমন তো হবেই না, বরং ক্ষতি হবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার, ক্ষতি হবে গণতন্ত্রের, ক্ষতি হবে মূল্যবান জীবনের। আমরা যদি সকলে দেশ ও দশের কল্যাণে রাজনীতি করার পক্ষপাতী হই তাহলে আসুন না অন্ততঃ শিক্ষার মত একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে একমত হয়ে সকলে মিলে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের বিষ দাঁত উৎপাটন করি। এই আহবান আমাদের শুধু সরকারের উদ্দেশ্যেই নয়- ছাত্র, অভিভাবক তথা সকল মত ও পথের রাজনীতিকদের উদ্দেশেই। আমরা জানি, তারা সকলেই এই প্রশ্নে নীতিগতভাবে একমত। যদি তাই হয় তাহলে বিলম্ব কেন। সন্ত্রাসের বিষবৃক্ষ যত তাড়াতাড়ি উপড়ে ফেলা যায় ততই তো মঙ্গল। আমরা চাই, দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে এনে ছাত্রদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার সুযোগ সৃষ্টি হোক, যাতে তারা একদিন দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। গোটা জাতি আজ তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায়।